দৈনিক খবর
তারিখ 24 JUN 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

৬৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।। সিনেট বৈঠকে উপাচার্য

কখনো কখনো সন্ত্রাসের তাণ্ডব সহনশীলতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে

।। স্টাফরিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, কোন কোন সময়ে সন্ত্রাসের তান্ডব আমাদের সহনশীলতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। একাডেমিক সেশন পিছিয়ে গেছে। ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা। রাজনৈতিক মহলে সদিচ্ছা জাগ্রত না হলে এ অভিশাপ থেকে আমরা মুক্ত হবো না। উপাচার্য তার ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট আরো ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের আবেদনজানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯২–৯৩ শিক্ষা বছরের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে তিনি একথা বলেন। সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৩–৯৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রণীত হতে পারে। গতকাল বিকেল তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অধিবেশন শুরু হয়। পরে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ডঃ আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, আবদুল মান্নান চৌধুরী, আবুল কালাম

৭-এর পাতা ৫ম কঃ দেখুন

রিমু চৌধুরী হ

নিব

কখনো কখনো সন্ত্রাসের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আজাদ চৌধুরী, মোহাব্বত খান, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, আমানউল্লাহ আমান এমপি, এম মোস্তফা চৌধুরী, ডঃ আবদুল জব্বার মিয়া, অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমদ, ডঃ এম আমিনুল ইসলাম, সৈয়দ রেজাউর রহমান, ডঃ রঙ্গলাল সেন, ডঃ ম আখতারুজ্জামান ও কে এ এম সা'দউদ্দিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সিনেটের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা মোটামুটি এক সহনশীল পর্যায়ে এসেছে বটে, কিন্তু এখনো রয়েছে চারদিকে ভীষণ অনিশ্চয়তা। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পারস্পরিক সম্পর্ক এখনো বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। এখনো শিক্ষাঙ্গনে যা অপ্রত্যাশিত তা মাঝে মাঝে ঘটে, গোলাগুলীর আওয়াজ কানে আসে। এ অবস্থা অনভিপ্রেত। সন্ত্রাসের কবল থেকে আমাদের অব্যাহতি পেতেই হবে। আমরা অনুভব করি সার্বিকভাবে সন্ত্রাস নিরসন আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। দেশের আর্থ–সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত না হলে এবং রাজনৈতিক মহলে বিপুল পরিমাণ সদিচ্ছা জাগ্রত না হলে আমরা এ অভিশাপ থেকে মুক্ত হবো না। সন্ত্রাস নিরসন সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং এক ধরনের সৌজন্যমূলক অঙ্গীকারে তারা আবদ্ধ না হলে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, আমরা শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো নিয়মিত, আরো শক্তিশালী করে ছাত্র–ছাত্রীদের দৃষ্টি একাডেমিক কার্যক্রমের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। এরই মধ্যে আমরা কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। প্রথম বর্ষ সম্মান এবং প্রথম পর্ব মাস্টার্স পর্যায় থেকে একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সুনির্দিষ্ট সময়ের সমাপ্তি, নির্দিষ্ট সময়ে সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠান, স্বল্পতম সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে নিয়মিত পঠন–পাঠন প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটিয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে আমরাবদ্ধপরিকর।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, গবেষণাগার, সুইমিংপুলসহ সবগুলো উন্নয়নমূলক কাজই চালানো হচ্ছে। হল নির্মাণ শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করতে হলে প্রচুর সম্পদ বিনিয়োগ প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য প্রকট। বাংলাদেশের বৃহত্তর গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে সময়োপযোগী করতে হবে। ছাত্র–ছাত্রী ও শিক্ষকদের গ্রন্থাগার ব্যবহার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করা এবং গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। বর্তমানে যে চিকিৎসা কেন্দ্রটি রয়েছে তার উন্নয়নও একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োজন উন্নয়নের স্পর্শ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে তাই আমরা সরকারের নিকট আবেদন করছি উন্নয়ন খাতে আরো ত্রিশ কোটি টাকারজন্য।

সিনেটের সভা আজ বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়েছে।